Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 219 - 228
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আফসার আমেদের কিস্‌সা : এক অখণ্ড মুসলমান সমাজমানসের কথন

রহিমা খাতুন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : rahimaben93@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Kissa, Maulavi, Polygamy, Patriarchy, Talak, Miraculous, Shariat, Toufik, Feminism.

Abstract

Afsar Amed's Kissa Series is a unique addition to Bangla literature. Afsar Amed was essentially a storyteller in the Muslim society. His Kissa Series is also centered around the Muslim society. By portraying the Kissa Series, Afsar Amed aims to encapsulate the mental state of an integrated Muslim society. Various aspects of Muslim society have emerged due to the need for narratives. Despite the diversity in the narratives of the six kissas, Afsar Amed highlights the intricacies of the Muslim society, keeping the physical aspect in front. The Maulavi, polygamy, patriarchy, women's rights, divorce practices and other topics have been introduced to understand the mindset of the Muslim society. Alongside, a detailed depiction of the lower-class Muslim society has been presented. Before establishing oneself in society as a Maulavi, I have discussed the direction of becoming a Maulavi. Investigating the origin of the prevalent practice of multiple marriages through the lens of social history. The attempt to show the logic behind the act of marrying more than one contradicts the teachings. Besides, why polygamy still prevails in society has also been attempted to be addressed. Concurrently, the discussion touches upon – the one-sided harmful tradition like divorce, which affects women's status in Muslim society; it disrespects women. In the context of divorce, I have discussed some aspects of the 1985 Shahbano case. There, a complex issue regarding the sustenance of Muslim women was highlighted. After a long struggle, the oral divorce practice was abolished in 2017. However, the provision allowing men to divorce their wives at any time is still ongoing due to appropriate reasons. However, it is said that the right of women is becoming increasingly restricted. In the broader social perspective, I have attempted to explore the practice of divorce in Afsar Amed's Kissa and portray the plight of women. I have briefly described how women are increasingly vulnerable within the patriarchal system prevalent in Muslim society. Alongside, I have analyzed a lower-class society's portrait in the narrative.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 219 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

আফসার আমেদের কিস্‌সা সিরিজ বাংলা সাহিত্যে এক নতুন সংযোজন। উপন্যাসের ফর্মে কিস্‌সা কথন নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের দাবী রাখে। আফসার আমেদের কিস্‌সায় আখ্যানের প্রয়োজনে উঠে আসে একাধিক বিষয় – মুসলমান সমাজে মৌলবি, বহুবিবাহ, পুরুষতন্ত্র ও নারী, তালাক প্রথা; পাশাপাশি একটা নিম্নবিত্ত সমাজের নিটোল চিত্র। এই বিষয়ের সামগ্রিকতার বিচারে আফসার আমেদের কিস্‌সায় এক অখণ্ড মুসলমান সমাজমানসকে বোঝার চেষ্টা করবো। সমাজ-নৃতত্ত্বের আলোকে কিস্‌সা কাহিনী, ভাষার বয়ান ও বুনন কৌশলে আফসার আমেদ ছিলেন বাংলা সাহিত্যে এক অসামান্য আখ্যানকার। তিনি মূলত মুসলমান সমাজের কথাকার। কিস্‌সা সিরিজের উপন্যাসগুলিতেও লেখকের আখ্যানচর্চার কেন্দ্রে মুসলমান সমাজ এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। লেখক নিজেই বলেছেন –

> “আমার লেখার পাত্র-পাত্রীরা মুসলমান সমাজের হওয়ায়, অনালোক এই সমাজের সুবিধে আমি পেয়েছি। আর একটু বলতে পারি, এই সমাজ নিয়ে লেখার অনেক কিছু আছে। নিরন্তর লিখে চলা যায়। অনেক কিছু বলার আছে, নিরন্তর বলে যাওয়া যায়।”[১]

যেহেতু তিনি এই সমাজেরই মানুষ, তার বেড়ে ওঠা এই সমাজ পরিমণ্ডলকে নিয়েই। আফসার আমেদের কিস্‌সা সিরিজের ‘মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা’কে মূলত সামনে রেখে আর সকল কিস্‌সায় মুসলমান সমাজমানসের অনুসন্ধান করতে চলেছি। কারণ ‘মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা’ সম্পর্কে লেখক নিজেই বলেছেন –

> “এ আখ্যান বা কিস্‌সা সময়ের অনুক্রম ভেঙে দিচ্ছে। তাই এই কিস্‌সা মেটিয়াবুরুজের নয়, মেটিয়াবুরুজে ঘটছে - পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ঘটতে পারত। আখ্যানকার মেটিয়াবুরুজে এ কিস্‌সার কল্পনা করেছে মাত্র।”[২]

এক অখণ্ড মুসলমান সমাজ-মানসকে তিনি ধরতে চেয়েছেন মেটিয়াবুরুজের মতো বৃহত্তর জায়গার মুসলমান বসতি সমাজ-প্রতিবেশকে সামনে রেখে। যেকোনো সমাজই প্রগতিশীল নেতার দ্বারা পরিচালিত হলে সেই সমাজ বিকশিত হয়। সেখানে নেতা স্বার্থহীন বিবেকবান হবেন। মুসলমান সমাজে এমনই একজন রাষ্ট্রনেতা ছিলেন হযরত মহম্মদ (সা:)। মুসলমান সমাজ শরীয়ৎ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। এই শরীয়ৎ আইনের উৎসস্বরূপ হাদিসকে ধরা হয়। হাদিস হল মুসলমানদের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হযরত মহম্মদ (সা:) এর জীবনযাত্রায় জ্ঞান বিবেকের সাহায্যে সমস্যার সমাধানসমূহের লিপিবদ্ধকরণ। এই হাদিস রচনা হযরত মহম্মদ (সা:) এর সমসাময়িকজন বা তাঁর জীবদ্দশায় যাঁরা ছিলেন একমাত্র তাঁরাই রচনা করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকদের হস্তক্ষেপে হাদিস বিকৃত হতে থাকে। সেখানে থাকে কিছু বানানো মনগড়া অসত্য গল্প। সমাজ আধুনিক হয়েছে নানাদিক থেকে। অথচ এই হাদিস দ্বারা সমাজ পরিচালিত হচ্ছে। শরীয়ৎ আইনে কোরান মুখ্য উপজীব্য হয়ে ওঠেনি, হয়েছে হাদিস। একটা গোটা সমাজ পরিচালিত হচ্ছে মৌলবির দেওয়া মৌখিক বিধান অনুসারে। সেখানে থাকে কিছু অসৎ মানুষের তৈরি বিকৃত হাদিসের বাণী। মৌলবির সমাজে একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে। মান সম্মানের দিক থেকেও মৌলবিকে অনেক উঁচুতে রেখেছে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। মসজিদে ইমামতি করা ছাড়াও জীবিকা হিসেবে অনেকে ঝাড়ফুঁক, তাবিজ দেওয়ার ব্যবসায় নামে। পাশাপাশি ধর্মীয় অনুষ্ঠান মিলাদ-মওলুদ থেকেও কিছু অর্থ নিয়ে থাকে। আর এদের হাতিয়ার মূল অর্থ থেকে বিকৃত বানানো হাদিস। বিবেক যুক্তিবোধ দিয়ে সমাজকে চালনা করে না এরা। এর একটাই কারণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি, ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখা। অন্যদিকে সম্প্রদায়ের মানুষও অন্ধবিশ্বাসে আটকে পড়ে থাকে। একটু চোখ কান খোলা রাখলে অথবা সমাজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সমাজের একাংশ দুষ্টু নিয়ন্ত্রণহীন বালকদের মৌলানা শিক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়, সংসারে তাদের বাগ মানানো যায় না বলে। কৈশোরে পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষাটুকু না পাওয়া সন্তানের কাছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসার শিক্ষাগ্রহণ নীরস হয়ে ওঠে। যার ফলস্বরূপ এরাই পরবর্তীকালে সমাজে ঠগ, জুচ্চোর হয়ে ওঠে, সাধারণ সহজ সরল মানুষকে নানা প্ররোচনা দিয়ে ঠকায়, ব্যবসা সচল রাখে। ‘মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা’য় মৌলবি কাদের মওদুদি বিবাহের ক্ষেত্রে তিন ইদ্দতকালের কথা বলে। তার ভুল হাদিস ধরিয়ে দেয় শফীউল্লা –

> “এই যে মৌলবি সেজে ভুল মশলা দিচ্ছেন, জানেন, আপনারাই প্রথমে দোজখে যাবেন।”[৩]

আবার পরবর্তী সময়ে শফীউল্লাই শাস্ত্রে নিজের সুবিধামতো তৈরি নিয়ম-রীতির অনুপ্রবেশ ঘটায়। সেটাও মৌলবির সম্মতিতেই ঘটে। কারণ শফীউল্লা মেটিয়াবুরুজের সবথেকে ধনী ব্যক্তি। যার কথায় মেটিয়াবুরুজের গোটা সমাজ নিয়ন্ত্রিত।

'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা'য় মালু খাঁর ব্যবসা দোয়া-তাবিজের, বশীকরণও করে সে। দশখানা গ্রামের লোকজন দোয়া তাবিজ ও বশীকরণের জন্য তার কাছে আসে, নামডাকও আছে প্রচুর। মৌলবির কাছে গ্রামের মানুষজন তাদের জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে আসে, তা নিবারণের জন্য। ব্যবসায় ধর্ম প্রয়োগ করে মৌলবিরা প্রত্যেকে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যায়। কারণ ব্যবসায় ধর্মের প্রয়োগ থাকলে চলে ভালো। মুসলমান সমাজে মালু খাঁর মত ধূর্ত মৌলবি অহরহ দেখা যায়, যারা পুরো সমাজটাকে শোষণ করে যাচ্ছে। নিজের আখের গোছানোতে মশগুল একজন অশিক্ষিত মানুষ কীভাবে গোটা সমাজকে চালনা করে যাচ্ছে তার প্রতিচ্ছবি 'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা'তে পাই। মুসলমান সমাজে অলৌকিকতার একটা জায়গা আছে বলে এটা সম্ভব হচ্ছে। এই নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের নিরীহ সরল সাদাসিধে মানুষেরা দুবেলা খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকে, কোনো অমঙ্গল অশুভের মধ্যে যেতে চায় না। তাই অন্ধভাবে মৌলবি যা বলে সেটাই মেনে নেয়। মৌলবিকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেয় এই অশিক্ষিত গরিব বুভুক্ষু মানুষেরাই।

> "জনগণ তাকে সন্দেহ করেছিল ঠিকই, কিন্তু সে কেরামতিওয়ালা বলেই না তারা সামনে এসে বলার সাহস পায়নি, মৌলবির যা কিছু সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে। তার অনাচার প্রকাশ হয়ে পড়লে সেটা অনাচার হবে না, কেননা তার মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তি আছে এ কথা মনে রেখে নির্দোষ ভেবে নেওয়া উচিত হবে।"[৪]

'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা'তে নানি কিস্‌সার কাহিনি তৈরিতে মৌলবি সম্পর্কে সমাজে তিনি যা দেখেছেন তাই কাহিনিতে স্থান দিয়েছেন। মৌলবির বর্ণনায় তিনি বলেছেন -

> "টুপিটা মাথায় থাকলেই যখন চোর জোচ্চর বদমাস নারীলোলুপ নারীধর্ষক বদনামগুলো তার কাছ থেকে চলে যায়, তাহলে সে টুপি পড়বে না কেন? তারপর তাকে কোনো বদনাম ছোঁবে না। কেননা কিস্‌সায় একথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে নানি। কেননা সে একজন মৌলবি। কেননা সে সমাজে প্রতিষ্ঠিত এক ব্যক্তি।"[৫]

সমাজের এত বড়ো সত্য সম্পর্কে আমরা সকলে অবগত।

বৃদ্ধ বয়সে গিয়েও আবার বিয়ে করা, সংসার বাড়ানো, নতুন করে সন্তানের জন্ম দেওয়া মুসলমান নিম্নবিত্ত সমাজে প্রায়ই দেখা যায়। 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'য় শফীউল্লা, শওকতউল্লার পিতা বুড়ো বয়সে গিয়েও বিয়ে করেছে। বহুবিবাহ সম্পর্কে শফীউল্লার মত –

> "চারটে কেন, চল্লিশটা পর্যন্ত বিয়ে করা যায় তাতে অধর্ম হয়না। শফী ধর্মের অনেক নিয়মকানুন জানে, সমাজে মজলিশে সে সবের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। একসঙ্গে চারটি বিবি রাখা যায়, তা বলে চল্লিশটি বিয়ে করা যাবে না কেন? একসঙ্গে চারটে বিবিই কোনো দুর্ঘটনায় মারা গেলে, তখন কি আর সেই বিপত্নীক স্বামী বিয়ে করতে পারবে না? তেমনই চারটে থেকে একটি কোনো ভাবে মরে গেলে আবার একটি বিয়ে করতে পারবে, দুটি মরলে দুটি, তিনটে মরলে তিনটি বিয়ে করতে পারবে, তার কোনো সংখ্যাতে বেঁধে দেওয়া নেই। তবে হ্যাঁ, চারটে বিবি বর্তমান পর্যন্ত পঞ্চম বিবি আনা অন্যায় হবে। ধর্মের বই পড়ে পড়ে মশলা জেনেছে শফী, মনে মনে ঝালিয়ে নেয় সে সব।"[৬]

ধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজে প্রচলিত আছে আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে স্ত্রীর সংখ্যা বাড়ানো যায়। ধর্মে চারটে বিয়ের কথা আছে। সে বিবিদের খাওয়াতে পরাতে পারবে তাহলে বিয়ে করবে না কেন। ভরণপোষণ করার মতো যার ক্ষমতা আছে। 'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা'য় মালু খাঁর তিন বিবি। তাদের সন্তানদের সংখ্যা কম নয়। এজন্য যে বিবিদের রোজগার করতে হয় এমনও নয়। সুতরাং সে ভরণপোষণে সক্ষম। এই যুক্তির আশ্রয় নিয়ে আরো একটি বিবির খোঁজে সর্বদা উন্মুখ থাকে মালু খাঁ। বিয়ে করার উদ্দেশ্যে মালু খাঁর মত –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 219 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "তাকে আল্লাহ্ তৌফিক দিয়েছে, চারটে পর্যন্ত বিয়ে করবে না কেন, চারটে বিবির মজা পাবে না কেন?"[৭]

এ কথা সত্যি যে, কোরানের মধ্যে যে অনুচ্ছেদে একই সময়ে সর্বোচ্চ চারটি বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তারপরেই এমন একটি আয়াত এসেছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতের তাৎপর্যকে একটা ন্যায় ও স্বাভাবিকতার সঙ্গতি এনে দেয়। "তোমরা দুটো তিনটে তিনবার চারটা বিবাহ করতে পারো কিন্তু তার অধিক নয়।"[৮] ঠিক এরই পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে –

> "কিন্তু তোমরা যদি তাদের সকলের সঙ্গে সমভাবেও ন্যায় পরায়ণতার সাথে আচরণ করতে না পারো তবে তোমরা একটিমাত্র বিবাহ করবে।"[৯]

কিন্তু সমাজের যেকোনো বিধানের পিছনে ইতিহাস থাকে, তার প্রেক্ষিত খুঁজতে হয়। স্যার সৈয়দ আমীর আলী তাঁর 'দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম' গ্রন্থে ইসলামে বহুবিবাহ প্রথা সম্পর্কে বলেছেন –

> "এই তথ্য অবশ্যই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে পরিস্থিতির উপর বহুবিবাহ প্রথা নির্ভরশীল। বিশেষ কালে, সমাজের বিশেষ পরিস্থিতিতে বহুবিবাহ প্রথার অনুশীলন সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল - অনাহার বা নিতান্ত নিঃস্বতা থেকে নারীজাতির সংরক্ষণ করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল।"[১০]

মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদের সময়ে পারস্যে নৈতিক অধঃপতন সমাজের পরিকাঠামোকে শ্লথ করেছিল। যখন একটা সমাজ ভেঙ্গে পড়ে তখন সেখানে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী। সেই সময় কন্যা সন্তানদেরকে অনেককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারত, দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল, নারী ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য ছিল। পিতা ছিল নারীর বিধাতা, পিতার অবর্তমানে ভাই-দাদারা। এছাড়াও বিয়ের নির্দিষ্ট কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল না, একাধিক উপপত্নী রাখতে পারত। সেক্ষেত্রে নারীর সংরক্ষণের জন্যই সমাজের কোনো নীতিবান পুরুষ তাদেরকে উদ্ধার করতেন এবং স্ত্রীর পরিচয়ে তাকে বাড়িতে রাখতে পারতেন। তার ওপর যাতে কোনো রকম অন্যায়-অবিচার না হয়, সেজন্য স্ত্রীর পরিচয়ে রাখতেন। কিন্তু আজকের দিনে এই যে বহুবিবাহ প্রথা এখনো শেষ হয়নি টিকে রয়েছে, আর তার কারণ হিসাবে বারবার কোরআন শরীফের ওই একটি আয়াতকে সামনে আনা হয়। মনে রাখতে হবে কোরআন শরীফ নাযিল হয়েছিল তখনই, যখন সামাজিক পরিকাঠামো একেবারে তলানিতে। সেখানে আদর্শ সমাজ গঠনের কথা আছে। সৎ ও বিবেকবান মানুষ হওয়ার কথা আছে। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বহুবিবাহ শুধুই যৌনতার জন্য।

ভারতবর্ষে হাতে গোনা দু-একটি জাতির কথা বাদ দিলে অন্যান্য সমস্ত সমাজের মতোই মুসলমান সমাজও নিতান্তই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। বলা যেতে পারে মুসলমান সমাজে পিতৃতন্ত্র আরও কঠোর। বদ্ধমূলভাবে বসে আছে তা সমাজ-পরিবারে। পরিবারে এই পিতৃতান্ত্রিকতার একাধিপত্য বাস। সেটা নারীর স্বামী হোক বা পিতার সংসার। পুরুষের আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর ও সুবিধাভোগী মানসিকতা নারীকে বিপন্ন করে। 'মেটিয়াবুরুজে কিসসা'য় শওকতউল্লার পুত্রবধূ পরভিনের শ্বাসকষ্টের কারণ তার পিতৃতান্ত্রিক শ্বশুর বাড়ির পরিবেশ। সংসারে কোনো অন্যায়ের জন্য পুরুষের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। পরভিন কলেজ জীবন পার করেছে। সে একজন শিক্ষিত উদারমনস্ক নারী। সমাজের অসামঞ্জস্য তার চোখে লাগে। তার চিন্তা চেতনা আর পাঁচজন মানুষের থেকে আলাদা। ক্লাস এইট পাশ স্বামী আশিক তার মন স্পর্শ না করেই তার ওপর চড়াও হয়। তখন তার মধ্যে চলতে থাকে অনেক প্রশ্ন –

> "আশিক চড়াও হয়েছে। অথচ পুরুষ জানে না অসুবিধে কোথায় কেন কীসে? পুরুষ জানে না, তার নারীর কথা। পুরুষ নারীর মিলিত সমাজ। অথচ সেখানে পুরুষকে কি এমন নির্বোধ হলে চলে? জানে না কিছু পরভিন, কিছুই জানে না।"[১১]

স্ত্রীকে দাসীর ঊর্ধ্বে ভাবতে পারে না স্বামী। স্ত্রী সংসারে সমস্ত ফরমাসে খাটবে, স্বামীর সেবা করবে – এটা যেন তার একমাত্র এবং প্রধান কাজ। আর বছরের পর বছর এর ইন্ধন যোগাচ্ছে ধর্ম। বলা যেতে পারে শাস্ত্রের বিকৃত ধর্মাদেশ - স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর জান্নাত বা স্বর্গ। স্ত্রী- ও নিজেকে ছাঁচে ফেলে স্বামীর পছন্দমতো নিজেকে তৈরি করছে; স্বামীর মত করে নিজেকে বাড়িয়ে দিয়েছে স্বামীর দিকে। শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর শারীরিক পরিশ্রম অনেক থাকে। বিয়ে করে এলে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 219 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সংসারে যাবতীয় কাজ মুখ বুজে করে যাওয়া, সেই সঙ্গে সকলের কথাও শুনে যাওয়া একজন বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা'য় মজমুনের জীবনও ছিল একই রকম। বারো বছরের দাম্পত্য জীবন ছিল তার।

> "বারো বছর কম পীড়ন করেনি। পান থেকে চুন খসবার যো ছিল না। হাত পা টেপো, ভালো ভালো রান্না করে খাওয়াও। বড়বুবু অন্যায় কথা বললেও সব চুপ করে সও। বড়বুবু শুধু দোলনায় দুলবে। স্বামীর পেনশনের টাকা আছে, তবু অন্যত্র যাবে না। ভাজকে জ্বালানো যাবে না যে!"[১২]

'হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমনী কিস্‌সা'য় ফাহমিদার জীবন ছিল মজমুনের মতোই। সেও সারাদিন সংসারের কাজ এবং সন্তান-সন্ততির দেখাশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। সেইসঙ্গে সাহিলের কথাও তাকে ভাবতে হত। অথচ সাহিল সংসারে তাকে কোন প্রকার সহযোগিতা করে না। উপরন্তু তাকে শোনায় যে, তার প্রতি সে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে শুধুমাত্র ফাহমিদার বয়স বাড়ার জন্য। সংসারে বাড়তি নারীর কামনা করে। সংসারে ফাহমিদা মূক প্রাণীর মতো অসহায়। অপর আরেক কিস্‌সা 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক' – এ এক মুসলমান নারীর প্রতিদিনের সাংসারিক যাপন রেহানার মধ্য দিয়ে উঠে আসে। ভোরের বেলা কোরান পাঠ, দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া, বাড়ির বাইরে বেরোলে বোরখা পরা, সংসারে সমস্ত কাজকর্মে নিপুণতা বজায় রাখা – নারীকে বেষ্টন করে থাকে। সবকিছুতেই বাড়ির পুরুষের নির্দেশ বা হুকুম জারি থাকে। সারাটা জীবন এই হুকুম জারিতেই অতিবাহিত হয় একজন মুসলমান নারীর যাপন। অথচ এই নারী রাস্তায় বার হলে কোনো পুরুষ তার পিছু নিলে, সেক্ষেত্রে সেই পুরুষের দোষ হয় না। পুরুষের পিছু নেওয়ার কারণ নাকি নারী নিজেই। আফসার আমেদ তার চিত্র এনে দেখিয়েছেন –

> "কালাম নিজে জানে পুরুষদের এরকম যাওয়ার মানে। নিজে পুরুষ কিনা! অথচ বিবির সহবত অটুট থাকছে। বোরখার মধ্যেই থাকছে।"[১৩]

এই জন্য নারী সবসময় সমাজে তটস্থ হয়ে থাকে। রেহানার চিন্তা-চেতনায় নিজেকে কালামের উপযুক্ত হয়ে ওঠার কথা চলতে থাকে।

সমাজে নানান আজগুবি অলৌকিক গল্প তৈরি করে মেয়েদের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ করে রাখা হয়, যাতে গৃহস্বামী নির্ধারিত গার্হস্থ নিয়মগুলির উলঙ্ঘন না করে মেয়েরা। আর এই ধারাটা বাঁচিয়ে রাখে মেয়েরা। আজ যে গৃহবধূ বা বাড়ির মেয়ে গার্হস্থ নিয়মগুলো শেখে, কাল সেই শাশুড়ি বা মা হয়ে এই ধারাটিকে এগিয়ে দেয়। তবে ইন্ধন জোগায় পুরুষই। রেহানা সম্পর্কে আফসার আমেদ যা বলেছেন তাতে এই কথাই স্পষ্ট হয়।

> "চাঁদের আলোয় বাঁধানো কবর বেশ তকতকে দেখায়। কিংবা এ বাড়ির জিনের গল্পটা। বেহেড চললেই তার খপ্পরে পড়তে হবে। কিংবা রাশভারি শ্বশুর, খাণ্ডাশ-শাশুড়ি। পাড়া প্রতিবেশী, মোড়ল মাতব্বর। আজান মসজিদ মৌলানা নামাজ পির গওস খিড়কি সদর বোরখা ঘোমটা তাবিজ দোয়া দরুদ, এসব তাকে ফুল নেবার জন্য বা শুধুই হাসার জন্য নিরস্ত করত।"[১৪]

মুসলিম মেয়েদের এখনো বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ছেলের পরিবার থেকেই দেখতে আসে। মেয়ে পছন্দ হলেই দ্রুততার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। এখানে মেয়ের পছন্দ-অপছন্দকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এত দ্রুততার সঙ্গে বিয়ে সম্পন্ন করা মানে পাত্রের শুধুই বাহ্যিক দিকটার কথা ভেবেই তার সংসারে মেয়েটিকে পাঠানো হচ্ছে। পাত্রের আর্থিক স্বচ্ছলতার দিকটির কথা চিন্তা করে মেয়ের জীবনে আর্থিক নিরাপত্তার আশ্রয়ের জন্যই মূলত বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। কখনোই পাত্রের মানবিকতার দিকটা দেখা হয় না, বিচার্য হয়ে ওঠে না তার মানবিক গুণগুলি। আমরা আফসার আমেদের প্রতিটি কিস্‌সায় একই সমস্যার চিত্র দেখি।

পড়াশোনা শেষ না করে মাঝপথে ইতি টেনে দিয়ে বিয়ে হয়ে যাওয়া মুসলমান মেয়েদের এক সমস্যা। বাড়ির গুরুজনস্থানীয়দের ধারণা মেয়ের বেশি বয়স হলে বিয়ে দিতে বেগ পেতে হবে। বয়স পেরিয়ে গেলে নাকি আর ভালো পাত্র পাওয়া যাবে না। পরিণত হয়ে উঠলে মেয়ের পছন্দের ধরন পাল্টায় পরে। পড়াশোনার জীবনে নিজেকে ঘিরে একটা সুন্দর গোছানো পৃথিবীর কথা ভাবলেও বিয়ের পর অসম মনস্ক মানুষটার সঙ্গে চলতে মিশতে বুঝতে পারে নিজের অতৃপ্তির কথা। আমরা 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'য় পরভিনের মধ্যে এই সমস্যা দেখতে পাই –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 219 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "...তার খুব মনে পড়ে যায় নাসেরের কথা। কেন তাকে এমনি করে হারিয়ে ফেলল জীবনে? কেন তার বিয়ে হল এমন পরিবারে? সে কি চেয়েছিল ধন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে এমনি করে বন্দি হতে?"[১৫]

পরভিনের শ্বশুরবাড়িতে তার ছোট ননদ নাফিসাই একমাত্র ক্লাস এইট পার করেছে। সে এখন ক্লাস নাইনে পড়ছে। পড়াশুনার চল নেই এ বাড়িতে। কোনো সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও নেই। বাড়ির পুরুষরা শুধু টাকার পর টাকা রোজগারে মত্ত থাকে। আর বাড়ির মেয়েদের হাইস্কুলের গণ্ডী পার করায় না। অথচ এলাকার সুন্দরী শিক্ষিত মেয়ের খোঁজ করা হয় বাড়ির ছেলেদের বিয়ের জন্য। সেটা নিছকই বাড়ির শোভাবর্ধনের জন্য। যার জন্য শিক্ষিত পুত্রবধূ ঘরে এলেও তার যথাযোগ্য সম্মান সে পায় না। তাকে বোঝার জন্য সমমনস্ক মানুষের প্রয়োজন। বয়স, শিক্ষা কোনোদিক থেকেই ভারসাম্য থাকে না।

'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা'য় নাসিম অনায়াসে ভাবতে পারে জাহান তার বাড়িতে ফিরে আসবে, জাহানের অন্য কোথাও যাওয়ার রাস্তা নেই, আশ্রয়ের জন্য সেই নাসিম এর কাছে ফিরে আসবে - এ ভাবনা প্রকৃতই পুরুষের ভাবনা। নাসিম এখানে পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে মাত্র। বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষ যেমন খুশি আচরণ করতে পারে। স্ত্রীর বাধা থাকলে চলবে না। আফসার আমেদের ভাষায় –

> "যেমন ভাবে পুরুষ, নারীকে পায়, তেমনভাবে পাওয়া হবে তার। যেহেতু তার ধর্মপত্নী জাহান পরস্ত্রীকে তো পেতে চায়নি সে! সেটা তাহলে অধর্ম হত।"[১৬]

অর্থাৎ পুরুষ তার নিজের স্বভাব মতো নারীকে ব্যবহার করবে, সেখানে নারীর কিছুই করার থাকবে না; সেটাও হবে ধর্মস্বীকৃত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান অত্যন্ত শোচনীয়। নারীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত রাখলে পরাধীন রাখা যায় - এ ভাবনা পিতৃতন্ত্রের। তাই নাসিম জাহানকে চর লাথি মেরেছিল। অথচ জাহানের কোন দোষ ছিল না। জাহান বাপের বাড়ি চলে গেলে পুরুষ-প্রতিবেশীদের ধারণা জাহানের দোষ। তাদের কথায় "বেহেড চলত নিশ্চয়।"[১৭] এখনো আমাদের সমাজে সবার আগে নারীকেই সন্দেহ করা হয়। জাহানের বাপের বাড়ি যাওয়া নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশী মিথ্যা তালাকের ঘটনা রটনা করে, তাদের মধ্যে একজন বলে ওঠে – "শোধরাতে পারত। মারধর করে দেখতে পারত।"[১৮]

নিজেরই পরিবারে একটা মিথ্যা নিয়ে নারী ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকে। তারপর একদিন হঠাৎ করেই সেই মিথ্যার খোলসটা খুলে গিয়ে সত্যের সম্মুখীন হন। পিতা-মাতার সংসারে তালাকপ্রাপ্তা জাহানকে বোঝা ভাবা হয়। এই চিত্র 'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা'য় রওশনেশা, 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা'য় মকবুলের সতেরো বছরের তালাকপ্রাপ্তা কন্যা সিতারার মধ্যেও দেখি। 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা'য় জাহানকে নাসিমের বাড়িতে ফিরে আসতে না দেখে শ্বশুর বাড়ির বড় ভাবি রাবেয়াকে বলতে শুনি – "দেখ না বাড়বিদ্যে। বাপে ভাত কদিন দ্যায় দ্যাখো।"[১৯] বোঝা যায় রাবেয়াও নিয়ম বাঁধা সমাজের কাছে মাথা নত করে। নারীর নিজস্ব কোনো বাসস্থান নেই। একটা সময়ের পর তার বাপের বাড়ি জন্মভিটেও নারীর ভার সইতে পারে না। রাবেয়ার মতো মেয়েরা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সমস্ত নিয়ম গলধঃকরণ করে, পরিবার থেকেই শেখানো হয়। ছোট গণ্ডীর মধ্যে থেকে নিয়ম লঙ্ঘন করার কথা ভাবতেই পারে না। কারণ বাড়িতে এদের আত্মমর্যাদার পাঠ শেখানোই হয় না।

নাসিমের বাড়ি ছেড়ে জাহান বাপের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। এতে বাপের চিন্তা বাড়ে মেয়েকে নিয়ে। চুড়িওয়ালার ব্যবসা পাট রমরমিয়ে চলছিল। অনেক অর্থ -এই লোভের কেন্দ্র বিন্দুতে থেকে চুরিওয়ালাকে কন্যাদান করে জাহানের পিতা যেন দায়ভার থেকে মুক্ত হয়। আফসার আমেদ কৌতুকের আশ্রয় নিয়ে সমাজের বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় করান –

> "জাহানের বাবা নিশ্চিন্ত। অতিথি আসার আগে মুরগি বেঁধে রেখে যেমন নিশ্চিন্ত হয় গেরস্ত, তেমনটা মৌলবিকে শেকল দিতে হয়েছে, কেননা মৌলবি নিজেকে ভেবে ফেলেছিল নির্বাচিত প্রার্থী হিসেবে। চুড়িওয়ালার নাম বললে ভেগে যেত। এখন একেবারে নিশ্চিন্ত। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বলে কথা।"[২০]

মুসলমান সমাজে মৌখিকভাবে তিন তালাক প্রথা মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের মধ্যে পড়ে। কোনো কোর্ট কাছারি না করে মুখে মুখে তিনবার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করে খুব সহজভাবে মহিলাদের তালাক দেওয়ার রীতি মুসলমান

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 219 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমাজে প্রচলিত ছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে তো বটেই, সমস্ত দিক থেকেই মুসলমান মহিলাদের সামাজিক অবনমন দেখা দিত। ১৯৮৫ সালে মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা শাহবানু তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে যান এই সমস্যা নিয়ে। ২০১৭ -তে অবৈধ হলেও মুসলিম অন্দরে বিবাহ-বিচ্ছেদ নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের যে সমান অধিকার তা আজও লঙ্ঘিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বলা যেতে পারে এই সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে আফসার আমেদের বেশিরভাগ উপন্যাস রচনা। তাঁর কিস্‌সাধর্মী উপন্যাসগুলোতেও এই তালাকপ্রথার সমস্যার কথা উঠে এসেছে।

এক শ্রেণীর মানুষের বক্তব্য এই যে শরীয়ৎ আইন অনুযায়ী নাকি এই মৌখিক তালাক। সুতরাং এটি শাস্ত্রসিদ্ধ। 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'য় শফীউল্লা বিধবা শাহনাজকে বিয়ে করার তিন দিনের মধ্যে তাকে তালাক দেয় এবং তালাক দেওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি দেখায় –

> "সমাজ ধর্ম মানে, সমাজ বুঝবে। ধর্ম আমাকে তালাক দেওয়ার অধিকার দিয়েছে, তাই আমি দিয়েছি।"[২১]

এখানে শাহনাজের কোন মতামত নেওয়া হয়নি বিচ্ছেদের ব্যাপারে। ধর্মকে আশ্রয় করে শফীউল্লার স্বৈরাচারী মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। একবার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ফেললে সেই স্ত্রীকে যদি আবার গ্রহণ করতে চায় তার স্বামী, সেক্ষেত্রে একটি জটিল নিয়মের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাকে। সেই নিয়ম সম্পর্কেও আমরা পরিচিত হই 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'য় শফীউল্লার দেওয়া যুক্তিতে –

> "বরং আর পাঁচজন নারীকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পারবে, কিন্তু শাহানাজকে পুনর্বিবাহ করতে গেলে এক শর্তসাপেক্ষে বিয়ে করা চলে। কেউ যদি আবার শাহনাজকে বিয়ে করে, তারপর তাকে তালাক দেয়, তবেই বিয়ে করতে পারবে। এখন শাহনাজ শফীর পরিত্যাজ্যা বিবি। তার প্রতি প্রলুব্ধ হওয়া মস্ত গুনাহ্‌র কাজ।"[২২]

তালাক প্রথা এত সরল হওয়ায় 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা'তে নাসিম কতটা বিপদাপন্ন হয়েছে, জাহান-নাসিমের দাম্পত্য জীবন কতটা জটিল হয়েছে তার ছবি আমরা দেখতে পাই –

> "সে নিশ্চিত যে তাকে সে তালাক দেয়নি। এবং জাহান ফিরে আসবে এই আশায় আশান্বিত সে। জাহানের প্রতিও তার অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু জনশ্রুতি গোলমাল করেছে। কাউকে আর বিশ্বাস করানো যায়নি যে সে তালাক দেয়নি। একজনও এমন কেউ নেই। নেই নাসিম জানে, এটা তার সংকটদশা।"[২৩]

সে স্ত্রীকে তালাক দেয়নি কিন্তু লোকসমাগমে রটে গেছে যে, সে জাহানকে তালাক দিয়েছে। এখন জাহান তার তালাকপ্রাপ্তা বিবি। সুতরাং তার সঙ্গে আর ঘর করা চলে না। সমাজে কেউ কেউ বলে ওঠে – "বিবিকে তালাক দেয়াটা অন্যায় কিছু নয়।"[২৪] আবার মৌলবি সাহেবও নাসিমকে পরামর্শ দেয় –

> "একটা মেইয়াছেলার জন্য ইমান নষ্ট করার কি আছে ছোটমিঞা।"[২৫]

স্বামী থাকতে থাকতে জাহানেরও একাধিক নিকা হয়ে যায় শুধুমাত্র এই মৌখিক তালাকের মতো সরল প্রথার জন্য। সেখানে তার প্রথম স্বামী নাসিমের মুখের কথা কেউ শুনতে চায়নি।

> "ওরা নাসিমের বিবিকে নিকা করতে চেয়েছে, নাসিম সম্মত হয়নি, তাই হইচই। আসলে তো ওরা ধর্মপত্নীকে নিকা করতে চায়। যাকে সে তালাক দেয়নি। তালাক দিলে হয়তো তা সিদ্ধ হত। সিদ্ধ হত তাদের নিকা করার প্রস্তাব।"[২৬]

তালাকের মতো এই কু-প্রথা নারীর পাশাপাশি একটা সুস্থ দাম্পত্যে থাকা পুরুষেরও জীবনে আঘাত হানে। আমরা জাহানকে ছাড়া নাসিমের করুণ অবস্থা লক্ষ্য করি –

> "জাহানের কথা তার বড় মনে আসে। জাহানের জন্য মন তার কেমন করে। চোখ ভরে অশ্রু আসে। সে কাঁদে। বড় কান্না পায় তার। কেন না জাহান তার বিধিসম্মত স্ত্রী। তালাক দেয়া স্ত্রীর জন্য কাঁদছে না সে, সে নিজে তা জানে।"[২৭]

'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক' কিস্‌সায় রেহানার জীবনও বিপন্ন হয়েছে শুধুমাত্র এই সরল প্রথার জন্য। তাকেও একাধিকবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছে শুধুমাত্র এই একপেশী প্রথার জন্য। যেখানে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 219 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পুরুষেরই একতরফাভাবে অধিকার রয়েছে নারীকে যেকোনো সময় তালাক দেওয়ার ব্যাপারে। নারীও যে বিচ্ছেদ নিতে পারে - সে বিষয়টা মান্য করা হয়নি মুসলমান সমাজে। অথচ নারী-পুরুষ উভয়েরই বিচ্ছেদের ব্যাপারে সমান অধিকার রয়েছে শাস্ত্রে। শাস্ত্রে আছে, স্ত্রী-ও মন্দ আচরণ, যথোপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন ও অন্যান্য অনেক কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবি করতে পারে তার স্বামীর কাছ থেকে। কিন্তু সমাজে সেই দিকটা মান্যতা পায়নি।

আফসার আমেদ কিস্‌সায় যে সমাজের চিত্র এঁকেছেন সেটা মুলত বাঙালি নিম্নবিত্ত মুসলমান সমাজ। সেখানে ভাঁড় নাচের আসর, গ্রাম্য কেচ্ছার সমাবেশে নারী-পুরুষের রঙ্গ তামাশায় মত্ত হওয়া, স্থূল যৌনতা ও তার ভিত্তিতে দাম্পত্য সম্পর্কে অসামঞ্জস্য, সর্বোপরি সেই সমাজের মানুষদের চিন্তা-চেতনার জায়গাকে ঔপন্যাসিক সূক্ষ্মভাবে ধরেছেন। ‘এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা’য় একটা নিম্নবিত্ত সমাজ, যে সমাজের লোকজন নিজের চিন্তা-ভাবনাকে বিসর্জন দিয়েছে, তাদের কখনো ভাঁড় নাচের আসরের অধিকারীর দ্বারা কখনো বা মালু খাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেখি। ‘কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক’ কিস্‌সা’য় নবীন মৌলবি ও রেহানাকে নিয়ে কেচ্ছায় নারী-পুরুষ কুৎসামূলক রঙ্গ-তামাশায় মেতে থাকে।

> “মাদ্রাসার প্রেসিডেন্ট, পঞ্চায়েত প্রধান, মোড়ল আর নিজাম মৌলবি নিজেদের মধ্যে তফাতে গিয়ে কী সব শলা পরামর্শ করে। সেই ফাঁকে চল্লিশজন লোক কালামকে মাঝখানে বসিয়ে কালামের বিবির প্রসঙ্গে মজা করতে থাকে। অন্যের বিবির প্রতি সমবেত এক উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেতে পারে। মুখরোচক সব কথা। কিন্তু সেসব কথার বিরুদ্ধে কিছু বলার উপায় নেই কালামের।”[২৮]

খালার বাড়ি থেকে হাঁসের বাচ্চা আনার জন্য প্রতিদিন গন্নাখাঁদার বউ তাকে তাগাদা দিতে থাকে। গন্নাখাঁদা সব শোনে, বোঝে, তারপরও যায় না। কালো বোরখার বিবির পিছু নেয় প্রতিদিন। আর বাড়ি এসে তার নিজের ভুলের কথা বুঝতে পারে। কিন্তু তার আর শোধরানো হয় না।

> “প্রতিদিন রাতে বিবির সঙ্গে খিটিমিটি করার সময় কথা দেয় সে পরদিন সকালে খালার বাড়ি চলে গিয়ে হাঁসবাচ্চাগুলোকে নিয়ে আসবে। কিন্তু পরের দিন তার আর যাওয়া সম্ভব হয় না। কেন না সকাল হলেই কালো বোরখার বিবির পেছু পেছু যাবার প্রস্তুতি চলে তার। পাউডার মাখে, টেরি বাগায়, দাঁত মাজে, গায়ে সাবান লাগিয়ে স্নান করে। তারপর বাজার পর্যন্ত গিয়ে বিবির পেছু পেছু ফিরে এসে তার যাওয়া আসার রেশ ও ফুলের গন্ধের এমন আচ্ছন্নতা থাকে যে তার আর যাওয়া হয় না খালার বাড়ি। সন্ধেবেলা তার বিবি অপেক্ষা করে থাকে ঝগড়া করার জন্য। ঝগড়া হয়। গন্নাখাঁদা কথা দেয় সে পরের দিন ঠিক খালার বাড়ি যাবে।”[২৯]

- এই চিত্র নিম্নবিত্ত সমাজে প্রায়শই দেখা যায়।

কিস্‌সা সিরিজের ছ’টি উপন্যাসে আফসার আমেদ এমন কিছু চরিত্রদের ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরক্ত ও অনুগত করে দেখিয়েছেন – এককথায় যাদের মুশুল্লি বলে। আপাতদৃষ্টিতে সমাজে এমন ধার্মিক মুশুল্লিদের দেখে সজ্জন ব্যক্তি বলে মনে হয়। একসময় আমাদের এই ভ্রান্তি দূর হয়। আফসার আমেদ অত্যন্ত নিপুণভাবে এইসব চরিত্র অঙ্কন করে পরে সেইসব চরিত্রের স্বরূপ উপলব্ধিতে চমক দিয়েছেন। পাঠকের ভাবনায় অঙ্কিত চরিত্র সজ্জন থেকে হিংস্র রূপে প্রকাশ পায়। আসলে আফসার আমেদ সমাজের ভিতর লুকিয়ে থাকা অসুস্থটাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। মানুষের ভিতরে থাকা অসুস্থটাকে টেনে বার করতে চেয়েছেন জনসমক্ষে। স্বার্থে আঘাত লাগলে এইসব চরিত্র ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। নিজের এতদিনের তৈরি করা মোড়ক থেকে বেরিয়ে আসে। এরা কখনোই সাত্ত্বিক পুরুষ হয়ে উঠতে পারেনি। ‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা’য় রশিদের বিবি নতুন ব্লাউজে বাচ্চার খাওয়া বুকের দুধ লাগিয়ে ফেরত দিয়ে গেলে নাসিম উত্তেজিত হয়ে নিজের মেজাজ হারায়।

> “বেশরম, বেয়াদব মেয়ে। নাসিমের মধ্য থেকে মুশুল্লি মেজাজ বেরিয়ে আসে। মনে মনে খুব ক্ষিপ্ত হয়ে যায় রশিদের বিবির উপর। ক্রোধ জন্মায় তার।”[৩০]

'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'য় শফীউল্লা নিজের দাদার পুত্রবধূকে উত্তেজিত হয়ে মারমুখী হয়ে ওঠে এবং অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে।

নিম্নবিত্ত একটা সমাজ, যে সমাজ লালিত পালিত হয়েছে পীর, মুরশেদ, মৌলবি, কোরান, হাদিস-এ সমস্ত একটা ধর্মীয় আবরণের মধ্য দিয়ে। নানা বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছে সমাজের মানুষকে। আসল কথা ধর্মের যেটা মূল বক্তব্য সেটা বিকৃত করে তাদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সমাজ শিক্ষাবিমুখ। অবশ্য তার পিছনে আর্থ-সামাজিক কারণও রয়েছে। অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো পড়াশোনা করাতে আগ্রহী নন পিতামাতারা। মক্তব-মাদ্রাসার দিকে ঠেলে দিয়ে ন্যূনতম একটা বিদেশি ভাষায় শিক্ষাটুকু দিয়ে সংসার ধর্মে ঢুকিয়ে দিয়েছে নিজের ছেলে মেয়েদের। যার জন্য এই সমাজ বিকশিত হতে পারেনি। সমাজের মূল স্রোতে আসতে পারেনি। আর যে জাতির মধ্যে শিক্ষা নেই তার মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নেই, এবং শৃঙ্খলা না থাকলে কোন জাতি উন্নত হতে পারে না। 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'য় শওকতউল্লার মতো একজন পড়াশোনা না করা বৈষয়িক চিন্তার মানুষের চোখে দেশ-রাষ্ট্র-সমাজকে আফসার আমেদ দেখিয়েছেন। অশিক্ষা কতটা ভয়ংকর হতে পারে সেটাও তিনি উপলব্ধি করিয়েছেন। একটা সমাজকে পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট শওকতউল্লার মত মানুষের। মুসলমানদের পড়াশোনা করার বিষয়ে সমাজের কেউ কিছু বলতে এলে তার যুক্তি -

> "বললে শওকতউল্লা বলবে, মুসলমানরা পড়াশোনা করবে কী, হিন্দুস্থানে মুসলমানরা চাকরি বাকরি পাবে না। ওই কাম করে খেতে হবে, ব্যবসা ফেঁদে খেতে হবে। টাকা থাকলে বুদ্ধিও কেনা যায়। আর টাকার জোরে কী না হয়, সরকারি অফিসারদের হাত করা যায়, মন্ত্রী এম পি, এম এল এ-দেরও হাত করা যায়। কী হবে লেখাপড়া শিখে? কত এম এ বি এ পাশ গড়াগড়ি খাচ্ছে, তারা চাকরি পাচ্ছে? মুসলমানরা যত টাকা করবে, তত তাদের দাপট-প্রতিপত্তি বাড়বে। হিন্দুস্থানে বাস করতে পারবে তবেই বুক ফুলিয়ে।"[৩১]

Reference:

১. আমেদ, আফসার, 'মুসলমান সমাজ: নানাদিক', দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা ২০১১, পৃ. ৯১
২. আমেদ, আফসার, 'কিসসা সমগ্র'- ১, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২৫৪
৩. তদেব, পৃ. ২১৪
৪. তদেব, পৃ. ৮৩
৫. তদেব, পৃ. ১১৫
৬. তদেব, পৃ. ২৫১
৭. আমেদ, আফসার, 'কিসসা সমগ্র'- ২, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১১
৮. আলম, ডঃ রশীদুল (অনুবাদক), স্যার সৈয়দ আমীর আলী প্রণীত – 'দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম', মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩২৪
৯. আলম, ডঃ রশীদুল (অনুবাদক), স্যার সৈয়দ আমীর আলী প্রণীত – 'দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম', মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩২৪
১০. আলম, ডঃ রশীদুল (অনুবাদক), স্যার সৈয়দ আমীর আলী প্রণীত – 'দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম', মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩২৪
১১. তদেব, পৃ. ৩২১
১২. আমেদ, আফসার, 'কিসসা সমগ্র'- ২, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২৪৭
১৩. আমেদ, আফসার, 'কিসসা সমগ্র'- ১, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৭২
১৪. তদেব, পৃ. ১৯৪

১৫. তদেব, পৃ. ৩১৯
১৬. তদেব, পৃ. ৫১
১৭. তদেব, পৃ. ৪৭
১৮. তদেব, পৃ. ৪৭
১৯. তদেব, পৃ. ৩৬
২০. তদেব, পৃ. ৬৭
২১. তদেব, পৃ. ৩১৪
২২. তদেব, পৃ. ২৯০
২৩. তদেব, পৃ. ৫৪
২৪. তদেব, পৃ. ৫২
২৫. তদেব, পৃ. ৫২
২৬. তদেব, পৃ. ৬১
২৭. তদেব, পৃ. ৬৩
২৮. তদেব, পৃ. ১৯৮
২৯. তদেব, পৃ. ১৯০
৩০. তদেব, পৃ. ৬২
৩১. তদেব, পৃ. ৩১৯